কলকাতার উচ্চ আদালতে

ফৌজদারী পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার

আপীল পক্ষ

বর্তমান:

মাননীয় বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

সি.আর.আর. ২০১২ সালের ৪০৮৩

সঙ্গে

২০২৩ সালের ক্রান ১৪

সঙ্গে

২০২৩ সালের ক্রান ১৫

রাজীব রতন ও অন্যরা

-বনাম-

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

পিটিশনকারীদের জন্য

: মিঃ দেবাঙ্গন ভট্টাচার্য

মিঃ দেবানন্দ মিশ্র

মিসেস স্বর্ণালী সাহা

জনাব প্রশান্ত ত্রিপাঠী

জনাব মহিউল ইসলাম

অ পি নং ২ এর জন্য

: জনাব শুদ্ধদেব আদক

সুশ্রী অর্পিতা মন্ডল

শ্রী অরূপ নাথ ভট্টাচার্য

মিঃ বিবাসবন ভট্টাচার্য

রাজ্যের জন্য

শুনেছি

: ১০.০৮.২০২৩, ২৫.০৯.২০২৩

রায় এর উপর

: ১৫.১২.২০২৩

বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়,:-

১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ /৪৪৮/৩৮৪/৫০৬(ii)/৩৪ এর অধীনে ২০১২ সালের মামলা নং এসি -১০৪৬-এর কার্যধারা বাতিল করার জন্য আবেদনকারীদের দ্বারা তাত্ক্ষণিক পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে, যা বিজ্ঞ আদালতের সামনে বিচারাধীন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর এবং ০৩.০৯.২০১২ তারিখের আদেশটি ২০১২ -এর কেস নং এ সি ১০৪৬-এ বিজ্ঞ দ্বিতীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর দ্বারা পাস করা হয়েছে যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ /৪৪৮/৩৮৪/৫০৬(ii)/৩৪ ধারার অধীনে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছিল৷

২। সংক্ষেপে অভিযোগের উল্লিখিত আবেদনকারীর কাছে উত্থাপিত অভিযোগগুলি প্রভাব যে-

-ক) অভিযোগকারী মেসার্স ড্যাগকন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের একজন পরিচালক লিমিটেড থাকা এর অফিস ২ডি , ১৬৭ রাজডাঙ্গা নাবা পল্লী, থানা কসবা, কোলকাতা ৭০০১০৭। অভিযোগকারী তার সরকারী ক্ষমতায় ১০,০০০ টাকা ঋণ পেয়েছেন। ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড থেকে ১৪,৫৩,৬৫১/- কলকাতায় অফিস রয়েছে। শর্তাবলী অনুযায়ী অভিযোগকারীকে ৬,০৪,৮৩৫/- টাকা প্রদান করা হয়েছে। অ্যাকাউন্ট প্রাপক চেকের মাধ্যমে ১১টি কিস্তিতে কিন্তু তার ব্যবসার আর্থিক অবস্থা খারাপের কারণে, অভিযোগকারী কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং তারপরে তার সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের কাছে একবার পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য যোগাযোগ করেন

এক সময়ে পরিশোধ করা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করুন।

খ) অভিযোগকারীর উল্লিখিত পদ্ধতির জবাবে উল্লিখিত ঋণের পরিমাণ টাকায় মীমাংসা করা হয়েছে। সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য একবারে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)।

গ) ০৩.১২.২০০৯ তারিখে ইন্ডিয়াবুলস ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের একজন অনুমোদিত প্রতিনিধি অভিযোগকারীর বাড়িতে আসেন এবং তারপরে ০৩.০৯.২০০৯ তারিখে একটি নিষ্পত্তির চিঠি প্রদর্শন করেন যেখানে এটি ছিল

সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে টাকা দিতে হবে। ৩,০০,০০০/- সেই তারিখে উক্ত ঋণের পরিমাণ সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য।

ঘ) অভিযোগকারী পুরো টাকা পরিশোধ করেছেন। ইন্ডিয়া ওভারসিজ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের পক্ষে ০২.১২.২০০৯ তারিখে ০০৩৬১০ নম্বরের মাধ্যমে একটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে ৩ লক্ষ টাকা,

কলকাতা এবং উল্লিখিত প্রতিনিধি (অভিযুক্ত

নং ৪)

ঙ) এটি ৩০.০৩.২০১২ তারিখে প্রায় ১.৩০ পি এম এ অভিযোগ করা হয় অভিযুক্ত নং ৩ এবং ৪ জন অজ্ঞাত আটজন ব্যক্তিকে নিয়ে এসে অভিযোগকারীর বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে নিজেদের ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়ে। অভিযোগকারীর কাছ থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা দাবি করে ঋণের পরিমান পরিশোধ হিসাবে উল্লিখিত টাকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারী ৩ নং অভিযুক্তের যথাযথ স্বীকৃতি সহ নিষ্পত্তি পত্র দেখালে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং খালি কাগজ ও বিচারিক স্ট্যাম্প পেপারে তার স্বাক্ষর নিয়ে নেয়। এরপর অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগকারীকে লাঞ্ছিত করে এবং লাঞ্ছিত করে এবং গুরুতর পরিণতির হুমকি দেয়।

চ) অভিযোগকারী ০১.০৪.২০১২ তারিখে কসবা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন কিন্তু পুলিশ ব্যক্তিদের দ্বারা কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় অভিযোগকারী তার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি আবেদন করেন।

৩। বিজ্ঞ অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, অভিযোগের উল্লিখিত পিটিশনটি পাওয়ার পরে, অপরাধগুলি আমলে নেওয়ার জন্য ১৮.০৪.২০১২ তারিখের তাঁর আদেশ দ্বারা সন্তুষ্ট হন এবং মামলাটি আলিপুরের দ্বিতীয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ফাইলে স্থানান্তর করেন৷ তদন্ত এবং নিষ্পত্তি এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত আদেশটি আমলে নিয়ে স্পষ্টভাবে মনের প্রয়োগের অনুপস্থিতিকে প্রতিফলিত করে।

৪। বিজ্ঞ ২য় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর, মামলার নথি প্রাপ্তির পরে এবং বিপরীত পক্ষের নং ২ -এর অনুমোদিত প্রতিনিধিকে পরীক্ষা করার পরে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৪৪৮/৩৮৪/৫০৬ (ii) / ৩৪ এর অধীনে পিটিশনকারীদের বিরুদ্ধে করা একটি প্রাথমিক মামলা খুঁজে বের করার জন্য ০৩.০৯.২০১২ তারিখের তার আদেশ দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আবেদনকারীকে সমন জারি করার নির্দেশ দিয়েছে এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং এস/আর এবং এ/ডি এর জন্য পরবর্তী তারিখ ২৯.১২.২০১২ ধার্য করেছে।

৫।দরখাস্তকারী শুরুতেই দাখিল করেন যে অভিযোগটি স্পষ্টতই আইনের প্রক্রিয়ার একটি চরম অপব্যবহার কারণ অভিযোগে অভিযুক্ত সমস্ত তথ্য সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হলেও, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে একেবারেই কোনও অপরাধ করা হয়নি এবং তাই অভিযোগটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, বিদ্বেষপূর্ণ এবং সম্পূর্ণরূপে যোগ্যতাহীন। ফলস্বরূপ, অভিযুক্ত অভিযোগটি আইনে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয় এবং তাই সি আর পি সি এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে বাতিল করার জন্য দায়ী। তদুপরি, অপ্রীতিকর অভিযোগটি স্পষ্টতই দায়ের করা হয়েছে শুধুমাত্র প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং একটি বিদ্বেষপূর্ণ বিচারের সমতুল্য। দরখাস্তকারী এই মাননীয় আদালতের অনুমতি কামনা করেন যাতে আইনে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে এই অভিযোগ রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য নয়।

৬। বিপরীত পক্ষ নং ২ মেসার্স ড্যাগকন এর পরিচালক হিসেবে তার পদমর্যাদায় ২ জন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের সাথে লোন ১৫,০০,০০০/-সুবিধা পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করেছিল। প্রয়োজনীয় নথি (গুলি) সম্পাদন করার পরে যেমন ঋণ চুক্তি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নথি, টাকা ১৪,৫৩,৬৫১/- (প্রসেসিং চার্জ এবং সার্ভিস ট্যাক্স ইত্যাদি কাটার পরে) এম/ এস ড্যাগকন ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড নামে বিতরণ করা হয়েছিল

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেডে ৩০.০৬.২০০৭ তারিখের চেক নম্বর ০০১৬৩৯ টানা। ঋণটি ৩৬টি ন্যায়সঙ্গত মাসিক ৫৪,৯৮৫/- কিস্তিতে (গুলি) পরিশোধযোগ্য ছিল।

৭। উত্তরদাতা মাত্র ১৬টি কিস্তি পরিশোধ করেছিলেন এবং স্বীকার্যভাবে ন্যায়সঙ্গত কিস্তি পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন। ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের উত্তরদাতা একটি পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির চিঠি ইস্যু করার অভিযোগটি একেবারেই ভুল। ইএমআই-এর জন্য তাঁর চেকগুলি কথিত নিষ্পত্তির পরিমাণ প্রাপ্তির পরেও অসম্মান করা হয়েছিল তা থেকে এটি প্রমাণিত হয়। স্বীকার্য কোন প্রশ্ন উত্থাপিত বা কোন আপত্তি কখনও করা হয়নি। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত নং ৪ -এর পর কথিত অভিযোগ দেওয়া হয় ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডের তার পরিষেবাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে।এছাড়া আসামি নং ৪ দ্বারা ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্স সার্ভিসেস লিমিটেডের কোন সেটেলমেন্ট লেটার ইস্যু করার অধিকার বা কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়নি এবং এইভাবে কথিত সেটেলমেন্ট লেটারটি একটি জাল এবং আটক নথি।

৮। বিপরীত পক্ষ নং ২ এই সত্যটি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত যে ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ধারা ১৩৮ এর অধীনে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতা তাৎক্ষণিক মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগটি উল্লিখিত কার্যধারার পাল্টা বিস্ফোরণ হিসাবে এবং তার অপকর্ম এবং/অথবা খেলাপি ঢাকতে করেছিলেন।

৯। এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে অভিযোগের পিটিশনের পর্যালোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হবে যে লেনদেন, যা বর্তমান অপ্রীতিকর কার্যধারার জন্ম দিয়েছে, একটি ঋণের পরিমাণের সাথে সম্পর্কিত একটি টাকা ১৫,০০,০০০/- এবং উল্লিখিত ঋণের পরিমাণ অ-প্রদান। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে

যে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ অভিযোগের দরখাস্তে -এর নাম ছিল না, সেইসাথে শপথের বিবৃতিও ছিল না, অপরাধ সংঘটনে তাদের অংশগ্রহণ দেখানোর জন্য কোনও বিরোধিতাও সমর্থন করা হয়নি। এটা স্পষ্ট যে আবেদনকারীর না. উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে ১ থেকে ২ এর কোন ভূমিকা ছিল না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, এটা স্পষ্ট যে তাত্ক্ষণিক মামলায় আবেদনকারীদের অন্তর্নিহিত কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বা উপকরণ বিহীন এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যান করা কার্যধারা বাতিল হওয়ার দায়বদ্ধ।

১০। ২৮.০৪.২০১১ তারিখের আদেশের আদেশ, যা কার্যধারার মূল ভিত্তি গঠন করে, ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা অনুযায়ী বিচারিক মন প্রয়োগ ছাড়াই যান্ত্রিক উপায়ে পাস করা হয়েছে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা আমলে নেওয়া প্রয়োজন৷ বিচারিক মনের মহান অনুশীলন. বিবেচনা গ্রহণ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা পোস্ট অফিসে একটি বিতরণ ব্যবস্থা নয় যে সঠিক বিচারিক মনের প্রয়োগ ছাড়াই একটি পিটিশনে শুধুমাত্র শিক্ষিত আদালতের অনুমোদন দেওয়া হবে কারণ আইনসভার প্রজ্ঞা একেবারে অন্যথায় এবং একই রকম স্পষ্ট। আইনের চিঠি থেকেই। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ (১) (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে যেকোন ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের অপরাধ গঠনের অভিযোগের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট নির্দেশে অগ্রসর হতে পারেন৷ এখন প্রাথমিকভাবে মামলা আছে কি না তা নির্ধারণ করার জন্য, বিচারিক মনের ব্যায়াম একটি পাপ এবং এটি একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সারোগেট করা যায় না।

১১। তাৎক্ষণিক কার্যধারার অভিযোগের আবেদনের পর্যালোচনা থেকে এবং অভিযোগকারীর প্রতিনিধির বিবৃতি থেকে এটিকে আন্তরিকভাবে নিশ্চিত করা

মনে হবে যে অভিযোগকারী স্বীকার করেছেন যে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে একটি ঋণের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছে। এটা প্রতীয়মান হয় যে চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে উল্লিখিত ঋণের পরিমাণ পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। এভাবেই বিরোধিতা করছে বিরোধী দলের নং ২ যে ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড ইতিমধ্যেই ঋণের পরিমাণ নিষ্পত্তি করেছে এবং একটি বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা অভিযোগকারীর কাছ থেকে আরও অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেছিল। তবে অভিযোগের দরখাস্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্থিক কোম্পানির সাথে প্রতারণা ও প্রতারণা করার জন্য বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য অভিযোগ দায়ের করেছে। এবং এটি কোনোভাবেই আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনো চাঁদাবাজি প্রতিফলিত করতে পারে না তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারার অধীনে অভিযোগটি স্পষ্টভাবে ভুল ধারণা করা হয়েছে এবং এইভাবে প্রত্যাখ্যান করা প্রক্রিয়াটি বাতিল করা দায়বদ্ধ।

১২। হাউস বেদখল পিটিশনাররা প্রবেশ করেছে তা দেখানোর জন্য কোনও উপাদান নেই ২ নং বিরোধী পক্ষের দ্বারা তা না করতে বলা সত্ত্বেও বিপক্ষ দলের নং ২ এর বাসভবন। এমন কোন অভিযোগ নেই যে পিটিশনকারীরা চলে যেতে বলা সত্ত্বেও ২ নং বিরোধী পক্ষের বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে যায়।

১৩। কোন আঘাতের হুমকির কোন অভিযোগ নেই দুই ব্যক্তির খ্যাতি এবং বিপরীত পক্ষের ২ নং ব্যক্তির সম্পত্তি বা ব্যক্তি বা অন্যের খ্যাতি যার প্রতি বিপরীত পক্ষ নং ২ আগ্রহী, হুমকির প্রকৃতি এবং বিষয়বস্তুও প্রকাশ করা হয়নি তাই অভিপ্রায়ের সম্ভাবনা ২ নং বিপরীত পক্ষের উদ্বেগ সৃষ্টি করা মূল্যায়ন করা যায় না বা ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৫০৬ এর অধীনে একই অভিযোগ করা হয় না।

১৪। অভিযোগের দরখাস্ত অবশ্যই অপরাধ গঠনের তথ্য প্রতিফলিত করবে। অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলিকে প্রতিফলিত করে এমন মৌলিক তথ্যগুলি প্রকাশ করা হয় না। অভিযোগের আবেদন উপাদান বিবরণের ঘাটতির এই ধরনের অভিযোগের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আমলনামা গ্রহণ করা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে বিচারিক মনের অপ্রয়োগ প্রতিফলিত করে।

১৫। এটা এখন প্রকৃত আইন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার নীতির প্রয়োগের কোনো পদ্ধতি নেই। শুধুমাত্র যখন একটি কোম্পানির একজন কর্মকর্তা তার অফিসিয়াল দায়িত্ব পালনে করা কোনো অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হন যে ভুলকারী কোম্পানির কর্মকর্তাকেও এই ধরনের অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা যেতে পারে। অভিযোগের দরখাস্ত এবং বিপরীত পক্ষের নং ২ কোম্পানির প্রতিনিধির বিবৃতি কোনোভাবেই আবেদনকারীদের দ্বারা পরিচালিত এমন কোনো ভূমিকা প্রকাশ করে না যা তাত্ক্ষণিক মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে তাদের অভিযোগের ন্যায্যতা দেয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বর্তমান পিটিশনকারীদের সাথে সম্পর্কিত যতদূর পর্যন্ত অগ্রাহ্য করা হয়েছে, এই মাননীয় আদালতের দ্বারা অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

১৬। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৬ ফৌজদারি ভয় দেখানোর অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করে।

তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে আর্থিক কোম্পানি এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মধ্যে ঋণ লেনদেনের অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। ঋণের পরিমাণের ক্ষেত্রে দাবিকৃত অর্থ প্রদানগুলিকে ধারা ৫০৩ এর অর্থের মধ্যে "অপরাধী ভীতি" বলে বোঝানো যায় না। ভারতীয় দণ্ডবিধি। এটা প্রশংসনীয় যে এই ধরনের একটি লেনদেনে, অভিযোগকারী ঋণের পরিমাণ ১৪,৫৩,৬৫১/- টাকা গ্রহণ করেছে তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ধারা ৫০৬ (ii) এর অধীনে অপরাধ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের চোখে তাত্ক্ষণিকভাবে টিকিয়ে রাখা যায় না মামলা এবং যেমন , প্রত্যাখ্যান করা কার্যধারা বাতিলের জন্য দায়ী৷

১৭। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারা চাঁদাবাজির অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করে। অভিযোগের দরখাস্ত এবং সাক্ষীদের বিবৃতিতে প্রকাশিত তথ্য থেকে এই ধরনের অপরাধের উপাদান অনুমান করতে হবে৷ যাইহোক, পিটিশনের পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে পিটিশনকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, যা উক্ত অপরাধের কমিশনে আবেদনকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন চুক্তির উপস্থিতি প্রতিফলিত করবে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারার অধীনে অভিযোগও তৈরি হয় না। এইভাবে অপ্রস্তুত কার্যধারা বাতিল করা দায়বদ্ধ।

১৮। এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারার অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অবশ্যই অবৈধ উপায়ে অভিযোগকারীর বাড়িতে বেআইনি প্রবেশ থাকতে হবে৷ এইভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৪৮ এর অধীনে অপরাধের বিষয়ে যে কোনও উত্তরণ দিয়ে প্রবেশ করা বা প্রস্থান করা স্বেচ্ছায় নয় বরং অপরাধমূলক শক্তির ফল। যাইহোক, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারার অধীনে একটি অপরাধের ক্ষেত্রে, কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করার অভিপ্রায় এই জ্ঞানে যে তার দ্বারা আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করা হয় "স্বেচ্ছায় আঘাত করা"। এইভাবে অভিযোগকারীর আবেদন থেকে প্রতীয়মান হয় যে বিপরীত পক্ষের ২ নং অপরাধগুলি ভারতীয় দণ্ড কোড ৪৪৮/৩২৩ ধারার অধীনে অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে প্রতিফলিত করে না

আবেদনকারী এবং বিপরীত পক্ষ এর মধ্যে নং ২ আইনের জন্য গুরুতর ত্রুটি করেছে

যা বাতিল করা কার্যধারা বাতিলের জন্য দায়ী।

১৯। ফৌজদারি মামলায় আসামিকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। অপরাধী আইন অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে গতিতে সেট করা যাবে না. এর আদেশ অভিযুক্তকে তলব করা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই প্রতিফলিত করতে হবে যে তিনি মামলার সত্যতা এবং এর জন্য প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং এর সমর্থনে মৌখিক এবং দস্তাবেজ উভয় প্রমাণ পরীক্ষা করতে হবে এবং তা নির্ধারণ করতে হবে অভিযোগকারীকে অভিযুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছে। শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা সাক্ষ্যগুলিও সাবধানতার সাথে যাচাই করতে হবে এবং তারপরে অভিযুক্তদের কারও দ্বারা কোনও অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট হয় যে বিপরীত পক্ষের অভিযোগগুলি অভিযোগ হিসাবে বিধানগুলির কোনও লঙ্ঘন করে না এবং যেমন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ধরে ধরেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কমিশনের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৪৪৮/৩৮৪/৫০৬ (ii) / ৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলি অভিযোগে প্রকাশ করা তথ্যের প্রতি অমনোযোগিতা দেখিয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াটিকে একপাশে রাখা দরকার এবং সেই সাথে প্রক্রিয়াটি বাতিলের জন্য দায়ী৷

২০। সি আর পি সি এর ২০২ ধারাটি শুধুমাত্র অভিযোগে করা অভিযোগের সত্য বা মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। নিরপরাধ ব্যক্তিরা যাতে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানির শিকার না হয় তা দেখার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিকভাবে প্রক্রিয়া জারি করার আগে আস্থা রাখার কারণ জানান

অভিযোগকারী এবং তথ্য আইনের অধীনে একটি অপরাধ গঠন করে। তবে কোনো অপরাধ না হলে অভিযোগকারীকে বরখাস্ত করা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো মতামত না দিয়েই প্রসেস জারি করা উচিত কি না, সে বিষয়ে অ-আবেদনশীল মনোভাব দেখিয়েছেন। এমতাবস্থায় আদেশ জারির বিরুদ্ধে প্রক্রিয়াধীন আবেদনকারীদের বাতিল করা দায়বদ্ধ।

২১। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে: -

আমি অভিযুক্ত কার্যধারা হল আদালতের প্রক্রিয়ার একটি চরম অপব্যবহার যা ইতিমধ্যে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার বাইরে আরও একদিনের জন্য চলতে দেওয়া হলে, এটি নিজেকে হয়রানি ও নিপীড়নের একটি অস্ত্রে পরিণত করবে এবং একইভাবে এটি দায়বদ্ধ বিচারের শেষের জন্য বাতিল করা হয়েছে।

ii অভিযোগের পিটিশনে করা অভিযোগ, এমনকি যদি সেগুলি তাদের অভিহিত মূল্যে নেওয়া হয় এবং তাদের সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়, তবে প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা করে না এবং এইভাবে তাৎক্ষণিক কার্যক্রমের সূচনা এবং ধারাবাহিকতা। বিচারের শেষের জন্য বাতিল করা দায়বদ্ধ।

iii তাৎক্ষণিক কার্যধারার অভিযোগের আবেদনের পর্যালোচনা এবং একই সাথে অভিযোগকারীর প্রতিনিধির বিবৃতি থেকে মনে হবে যে অভিযোগকারী স্বীকার করেছেন যে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে একটি ঋণের পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছিল। এটা প্রতীয়মান হয় যে চুক্তির নিয়ম অনুসারে উল্লিখিত ঋণের পরিমাণ পরিশোধে বিপরীত পক্ষের পক্ষ থেকে ব্যর্থতার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। এইভাবে বিপরীত পক্ষের বিরোধ নং ২

যে ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড ইতিমধ্যেই ঋণের পরিমাণ নিষ্পত্তি করেছে এবং একটি বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা অভিযোগকারীর কাছ থেকে আরও বেশি অর্থ আদায়ের চেষ্টা করেছিল। তবে অভিযোগের দরখাস্ত থেকে অনুমান করা যায় যে, আর্থিক কোম্পানির সাথে প্রতারণা ও প্রতারণা করার জন্য বিপরীত পক্ষ আবেদনকারীদের হয়রানি করার জন্য অভিযোগ দায়ের করেছে। এবং এটি কোনওভাবেই আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে কোনও চাঁদাবাজি প্রতিফলিত করতে পারে না এইভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারার অধীনে অভিযোগটি স্পষ্টভাবে ভুল ধারণা করা হয়েছে এবং এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, প্রত্যাখ্যান করা প্রক্রিয়াটি বাতিল করা দায়বদ্ধ।

iv ২৮.০৪.২০১১ তারিখের আমলের আদেশ, যা কার্যধারার মূল ভিত্তি গঠন করে, বিচারিক মনের প্রয়োগ ছাড়াই একটি যান্ত্রিক উপায়ে পাস করা হয়েছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা অনুসারে, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা আমলে নেওয়ার জন্য বিচারিক মনের মহান অনুশীলন প্রয়োজন। বিবেচনা গ্রহণ একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া বা পোস্ট অফিসে একটি বিতরণ ব্যবস্থা নয় যে সঠিক বিচারিক মনের প্রয়োগ ছাড়াই একটি পিটিশনে শুধুমাত্র শিক্ষিত আদালতের অনুমোদন দেওয়া হবে কারণ আইনসভার প্রজ্ঞা একেবারে অন্যথায় এবং আইনের চিঠি থেকেই একই রকম স্পষ্ট। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ (১) (ক) ধারায় বলা হয়েছে যে যেকোন ম্যাজিস্ট্রেট এই ধরনের অপরাধ গঠনের অভিযোগের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট নির্দেশে অগ্রসর হতে পারেন৷ এখন প্রাথমিকভাবে মামলা আছে কি না তা নির্ধারণ করার জন্য, বিচারিক মনের অনুশীলনের একটি কাজ এবং এটি একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন করা যায় না।

V। এটা এখন প্রকৃত আইন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীন অপরাধের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার নীতির প্রয়োগের কোনো পদ্ধতি নেই। এটি শুধুমাত্র যখন একটি কোম্পানির একজন কর্মকর্তা তার দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনে করা অপরাধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হন ভুলকারী কোম্পানির এই ধরনের কর্মকর্তাকেও এই ধরনের অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। অভিযোগের আবেদনের পাশাপাশি বিপরীত পক্ষ নং ২ প্রতিনিধির বক্তব্য কোম্পানী কোনভাবেই আবেদনকারীদের দ্বারা অভিনয় করা কোন ভূমিকা প্রকাশ করে না যা তাত্ক্ষণিক মামলায় অভিযুক্ত হিসাবে তার সাজাকে ন্যায্যতা দেয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, প্রত্যাখ্যান করা এইভাবে বাতিল করা দায়বদ্ধ।

vi ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারায় অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, তথ্যগুলি স্পষ্টভাবে ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর মধ্যে ঋণ লেনদেনের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। ঋণের পরিমাণের বিষয়ে দাবিকৃত অর্থ প্রদানকে "অপরাধী ভীতি" হিসাবে বোঝানো যায় না ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৩ ধারার অর্থ। এটা প্রশংসনীয় যে এই ধরনের একটি লেনদেনে, অভিযোগকারী ঋণের পরিমাণ ১৪,৫৩,৬৫১/- টাকা গ্রহণ করেছে তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৫০৬ (ii) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত অপরাধটি তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে আইনের চোখে টিকিয়ে রাখা যাবে না এবং সেইজন্য, প্রত্যাখ্যান করা প্রক্রিয়াটি বাতিলের দায়বদ্ধ।

vii ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারা চাঁদাবাজির অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করে .. এই ধরনের অপরাধের বিষয়ে উপাদানটি অভিযোগের আবেদনে প্রকাশিত তথ্য থেকে অনুমান করতে হবে এবং

সাক্ষীদের বক্তব্য। যাইহোক, পিটিশনের পর্যালোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে পিটিশনকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, যা উক্ত অপরাধের কমিশনে আবেদনকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোন চুক্তির উপস্থিতি প্রতিফলিত করবে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪ ধারার অধীনে অভিযোগও তৈরি হয় না। যেমন প্রত্যাখ্যান করা কার্যধারা বাতিলের জন্য দায়ী।

viii এটা স্পষ্ট যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারার অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর বাড়িতে অভিযুক্তের বেআইনিভাবে প্রবেশের অস্তিত্ব থাকতে হবে। এইভাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৪৮ এর অধীনে অপরাধের বিষয়ে যে কোনও উত্তরণ দিয়ে প্রবেশ করা বা প্রস্থান করা স্বেচ্ছায় নয় বরং অপরাধমূলক শক্তির ফল। যাইহোক, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারার অধীনে একটি অপরাধের ক্ষেত্রে, কোনও ব্যক্তিকে আঘাত করার অভিপ্রায় এই জ্ঞানে যে তার দ্বারা আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে যে কোনও ব্যক্তিকে আঘাত করা হয় তা হল "স্বেচ্ছায় আঘাত করা" . এইভাবে এটি স্পষ্ট যে বিপরীত পক্ষের দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধগুলি অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে প্রতিফলিত করে না। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪৪৮/৩২৩ এর অধীন আবেদনকারী এবং বিপরীত পক্ষ নং ২ এর মধ্যে অপরাধের স্বীকৃতি গ্রহণ করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আইনের মধ্যে গুরুতর ত্রুটি করেছে যার জন্য প্রত্যাখ্যান করা কার্যধারা বাতিল করা হবে।

ix গৃহে অনুপ্রবেশ – এটি দেখানোর জন্য কোন উপাদান নেই যে পিটিশনকারীরা বিরোধী পক্ষ নং ২ এর বাসভবনে প্রবেশ করেছে যদিও তা না করতে বলা হয়েছিল

বিরোধী দল নং ২। পিটিশনকারীদের রয়ে গেছে এমন কোনো অভিযোগ নেই বিরোধী দলের ২ নম্বর বাসিন্দাকে চলে যেতে বলা সত্ত্বেও।

x. কোন আঘাতের হুমকির অভিযোগ নেই দুই ব্যক্তির খ্যাতি এবং সম্পত্তির খ্যাতি এবং সম্পত্তি নং ২ বা ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তির খ্যাতি যার প্রতি বিপরীত পক্ষ নং ২ আগ্রহী, প্রকৃতি এবং হুমকির বিষয়বস্তুও প্রকাশ করা হয়নি তাই কারণ হওয়ার অভিপ্রায়ের সম্ভাবনা বিপরীত পক্ষের জন্য সতর্কতা নং ২ মূল্যায়ন করা যায় না এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার অধীনে একই অভিযোগ করা হয় না।

একাদশ । অভিযোগের দরখাস্ত অবশ্যই অপরাধ গঠনের তথ্য প্রতিফলিত করবে। অভিযোগের আবেদনে অভিযুক্ত অপরাধের উপাদানগুলির প্রতিফলনকারী মৌলিক তথ্যগুলি প্রকাশ করা হয় না। উপাদান বিবরণের ঘাটতির এই ধরনের অভিযোগের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আমলনামা গ্রহণ করা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে বিচারিক মনের অপ্রয়োগ প্রতিফলিত করে।

xii ফৌজদারি মামলায় আসামিকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি আইন অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে গতিতে সেট করা যাবে না। অভিযুক্তকে তলব করার বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার সত্যতা এবং এর জন্য প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং এর সমর্থনে মৌখিক এবং প্রামাণ্য উভয় প্রমাণও পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযুক্তের চার্জ দেশে আনার জন্য অভিযোগকারীর পক্ষে এটি যথেষ্ট হবে কিনা তা নির্ধারণ করতে হবে। বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলিও সাবধানে যাচাই করতে হবে এবং তারপরে

কোন অভিযুক্ত দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করুন। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট হয় যে বিপরীত পক্ষের দ্বারা করা অভিযোগগুলি অভিযুক্ত হিসাবে বিধানগুলির কোনও লঙ্ঘন করে না এবং সেই হিসাবে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ধরে ধরেছেন যে অপরাধের বিষয়ে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে একটি মামলা করা হয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৪৪৮/৩৮৪/৫০৬ (ii) / ৩৪ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অভিযোগে প্রকাশ করা তথ্যের প্রতি অপ্রয়োগ দেখানো হয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াটিকে একপাশে রাখা দরকার এবং সেই সাথে প্রক্রিয়াটি বাতিলের জন্য দায়ী।

xiii এমনকি অন্যথায়, বিতর্কিত অভিযোগের একটি বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ এবং এর সমর্থনে জমা দেওয়া শপথ বিবৃতি থেকে জানা যায় যে শপথ বিবৃতিটি উত্তরদাতার পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে। এই বিষয়ে, এটি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে এটি নিষ্পত্তিকৃত আইন যে একজন সাধারণ পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি ধারক দলের পক্ষে উপস্থিত হতে, আবেদন করতে এবং কাজ করতে পারেন তবে তিনি দলের পক্ষে সাক্ষী হতে পারবেন না এবং কেউ ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবেন না। নিজের পক্ষে সাক্ষী বাক্সে হাজির হতে। প্রাসঙ্গিকভাবে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি হোল্ডারের কাছে লেনদেন এবং নথিগুলির আশেপাশের তথ্যগুলির কোনও ব্যক্তিগত বা প্রাথমিক জ্ঞান নেই। এইভাবে, নিষ্পত্তিকৃত আইনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সমন জারি করা অনুমোদনযোগ্য ছিল না এবং সমন আদেশ এবং বিতর্কিত অভিযোগটি অন্যদের মধ্যে, এই ভিত্তির জন্যও বাতিল হওয়ার দায়বদ্ধ।

ক) বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট এই সত্যটি বিবেচনা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন যে অভিযোগটি অবশ্যই বানান করতে হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার ব্যবসা পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত কোম্পানির কাছে কীভাবে এবং কী পদ্ধতিতে দায়িত্বে ছিল এবং সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে একজন অভিযুক্তের ভূমিকার বিরুদ্ধে, অভিযুক্ত অভিযোগ এবং অভিযুক্ত হিসাবে সাজানো ব্যক্তিকে (দের) তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বাতিল হওয়ার যোগ্য। আরও, সুপ্রিম কোর্ট আর. কল্যাণী বনাম জনক সি মেহতা [(২০০৯) ১ এসসিসি ৫১৬] যে অভিযোগে প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করতে হবে এবং যদি এই ধরনের নির্দিষ্ট অভিযোগের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। যাদের বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। একই রকম অনুষ্ঠিত হয়েছে চুন্দুরু শিব রামকৃষ্ণ ও অন্য একটি বনামেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেদ্দি রবীন্দ্র বাবু এবং আরেকজন [২০০৯ (১১) এসসিসি ২০৩]। বিতর্কিত অভিযোগটি পিটিশনারের (দের) ভূমিকা সম্পর্কে একেবারেই কোনো বিভ্রান্তি করে না এবং সেই অনুযায়ী বিতর্কিত অভিযোগ এবং ফলস্বরূপ আদেশগুলি পিটিশনারের ক্ষেত্রে বাতিল হওয়ার যোগ্য।

খ) তদ্ব্যতীত, বিতর্কিত অভিযোগ এবং শপথ বিবৃতিটির একটি খালি পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে উত্তরদাতা

উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এবং অসাধুভাবে তার বাধ্যবাধকতার প্রতি তার দ্বারা জারি করা চেকের (গুলি) অসম্মান সংক্রান্ত বস্তুগত তথ্য গোপন করেছে। এটা মীমাংসিত আইন যে আদালতে যিনি আসবেন, তাকে অবশ্যই পরিষ্কার হাতে আসতে হবে। বিতর্কিত অভিযোগ হল একটি সুস্পষ্ট এবং স্পষ্ট উদাহরণ যে কিভাবে উত্তরদাতা আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেছেন যাতে বিতর্কিত অভিযোগকে একটি সুবিধাজনক লিভার হিসেবে পিটিশনার কোম্পানিকে বাঁকানো এবং বিচারিক প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটাও ত্রাস যে একজন ব্যক্তি, যার মামলা মিথ্যার উপর ভিত্তি করে, তার আদালতে যাওয়ার কোন অধিকার নেই এবং মামলার যেকোনো পর্যায়ে তাকে সংক্ষিপ্তভাবে বহিষ্কার করা উচিত। এই ভিত্তিতেও, বিতর্কিত অভিযোগ এবং ফলস্বরূপ আদেশ বাতিল করা উচিত।

গ) এটিও উল্লেখ্য যে পিটিশন নং ১ এবং ২ শিক্ষিত ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ারের বাইরে অবস্থিত এবং এটি নিষ্পত্তিকৃত আইন যে যখন অভিযুক্তরা আদালতের এখতিয়ারের বাইরে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত, ম্যাজিস্ট্রেটের উপর একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে যাতে প্রক্রিয়াটি ইস্যু করার আগে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করা যায়। বিদগ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রক্রিয়া জারি করার আগে, তদন্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন, হয় নিজেই বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে একজন পুলিশ অফিসারকে তদন্ত করতে হবে

অভিযুক্ত অভিযোগের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি আছে কি না। যেহেতু এটি একটি বাধ্যতামূলক বিধান এবং এটি বিদগ্ধ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অনুসরণ করা হয়নি, তাই এটি দাখিল করা হয় যে অভিযুক্ত অভিযোগটি নেওয়া উচিত নয় তার দ্বারা ফাইল এবং ফলস্বরূপ, একই হতে দায়বদ্ধভাবে বাতিল।

xiv সি আর পি সি এর ধারা ২০২ সত্য বা নিশ্চিতকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ অভিযোগে করা অভিযোগ মিথ্যা। নিরপরাধ ব্যক্তিরা যাতে অসাধু ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানি না হয় তা দেখার জন্য, ম্যাজিস্ট্রেট প্রক্রিয়া জারি করার আগে প্রাথমিকভাবে অভিযোগকারীকে বিশ্বাস করার কারণগুলি প্রদান করেন এবং ঘটনাগুলি আইনের অধীনে একটি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে যদি কোনও অপরাধ প্রমাণিত না হয় তবে তা করা কর্তব্য। অভিযোগকারীকে বরখাস্ত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট প্রক্রিয়া জারি করা উচিত কি না সে বিষয়ে মতামত না তৈরি করে এমন পরিস্থিতিতে মনোভাব না দেখিয়ে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে জারি প্রক্রিয়ার আদেশ বাতিল করা হবে।

xv অপ্রীতিকর কার্যধারা অন্যথায় আইনে খারাপ এবং যেমন একই বাতিল করা দায়বদ্ধ।

২২. বিপরীত পক্ষের দায়ের করা অভিযোগের আবেদন নং ২ আলিপুরের শিক্ষিত অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিম্নরূপ প্রকাশ করে:

i "অভিযোগকারী হলেন এম/এস ড্যাগকন (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের ডিরেক্টর, যার অফিস ২ডি, ১৬৭ রাজডাঙ্গা নাবা পল্লী থানা- কসবা, কলকাতা ৭০০১০৭-এ রয়েছে। অভিযোগকারী তার অফিসিয়াল ক্ষমতা সহ ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেড থেকে একটি ঋণ পেয়েছেন

কলকাতায় এর অফিস হচ্ছে ১৪,৫৩,৬৫১/- টাকা উল্লিখিত কোম্পানীর শর্তাবলী অনুযায়ী অভিযোগকারী টাকা ৬,০৪,৮৩৫/- ১১ (এগারো) কিস্তিতে মোট ১৪,৫৩, ৬৫১/- প্রদান করেছে ঋণের পরিমাণের মধ্যে কিস্তির আংশিক পরিশোধের অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট প্রাপক চেকের মাধ্যমে উল্লিখিত কোম্পানী প্রদান করেছে। কিন্তু তার ব্যবসার দুর্বল আর্থিক অবস্থার কারণে, অভিযোগকারী কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং তারপরে তার সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের কাছে একবার পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য একটি সময়ে পরিশোধ করা স্থায়ী পরিমাণের বাইরে পরিশোধের জন্য যোগাযোগ করেন। উল্লিখিত কোম্পানি দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে।

ii। অভিযোগের উল্লিখিত পদ্ধতির জবাবে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত ঋণ হিসাব নং এস০০০১৯৬৬০৩ -এর নিষ্পত্তি করেন অভিযোগকারীকে তার কাছে ৩,০০,০০০/- টাকা দিতে বলে একটি সময়ে প্রদানের পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কারণে যেকোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং উল্লিখিত প্রস্তাবটি অভিযোগকারীকে গৃহীত হয়।

iii । উক্ত পূর্ণাঙ্গ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভিত্তিতে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের নির্বাহী হিসাবে তাদের অনুমোদিত প্রতিনিধি, শ্রী এস আর চৌধুরীকে পাঠায়, যিনি ৩.১২.২০০৯ তারিখে তার পরিচয়পত্র তৈরি করে অভিযোগকারীর বাড়িতে আসেন। অর্থাত্ ঘটনার স্থানটি উত্পাদিত তার পরিচয়পত্রটি উল্লিখিত কোম্পানির অনুমোদিত কালেক্টর হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছে ৩.১২.২০০৯ তারিখে একটি নিষ্পত্তি পত্র প্রদর্শন করেছে যেখানে এটি সুনির্দিষ্টভাবে রুপি ৩,০০,০০০/- প্রদানের নির্দেশনা দিয়েছে সেই দিনের হিসাবে নিষ্পত্তিকৃত পরিমাণের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তির হিসাবে। উল্লিখিত নিষ্পত্তি পত্রে উল্লিখিত ঋণের পরিমাণের ক্ষেত্রে এটি স্পষ্টভাবে বলেছে "... যেটি আপনার অনুরোধ অনুযায়ী পূর্বোক্ত প্ল্যাট - অ্যাকাউন্ট স্ট্যান্ড নিষ্পত্তি এবং সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত এবং কিছুই বকেয়া এবং প্রদেয় হবে না"। অভিযুক্ত নং ৪ অভিযোগকারীর প্রতিনিধিত্ব করে যে টাকা ৩,০০,০০০/- পরিশোধ করার পরে সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করা হবে

সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান হিসাবে বিবেচিত এবং অভিযোগকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত লোন অ্যাকাউন্টের উপর ইন্ডিয়াবুলস ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের আর কোনো দাবি থাকবে না।

iv উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বের উপর বিশ্বাস করে এবং অভিযুক্ত নং ৪ নং দ্বারা উত্থাপিত নথির চিকিৎসার জন্য অভিযোগকারী পুরো টাকা ৩,০০,০০০/- পরিশোধ করেন ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে নং ০০৩৬১০ তারিখ ২.১২.২০০৯ তারিখে ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের পক্ষে ইন্ডিয়া ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, কলকাতা- সেন্ট্রাল সিএলজি অফিস দ্বারা জারি করা হয়েছে, অভিযুক্ত নং ৪ কে প্রদান করেছে যারা বলেছেন ডিমান্ড ড্রাফ্ট ৩.১২.২০০৯ তারিখের উল্লিখিত নিষ্পত্তি পত্রের উপর এটি স্বীকার করে এবং উল্লিখিত ডিমান্ড ড্রাফ্টটি উল্লিখিত কোম্পানির পক্ষে যথাযথভাবে নগদ করা হয়েছে৷

v৷ তারপরে বলা হয় যে লোন অ্যাকাউন্টের পর্বটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং অভিযোগ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আর কোনও লেনদেন এবং সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাদের অভিন্ন অভিপ্রায়কে সামনে রেখে অভিযোগ থেকে একমুঠো টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য হঠাৎ ৩০.০৩.২০১২ তারিখে প্রায় ১.৩০ পি এম (দুপুর) , অভিযুক্ত নং ৩ এবং ৪ আটজন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নিয়ে এসে অভিযোগকারীর বাড়িতে অনুপ্রবেশ করে এবং নিজেকে ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডের প্রতিনিধি বলে অবৈধভাবে ১০,০০,০০০/- টাকা দাবি করে অভিযোগকারীর কাছ থেকে অবৈধভাবে চাঁদাবাজি করে উল্লিখিত অর্থ দাবি করে উল্লিখিত বন্ধ ঋণ অ্যাকাউন্ট পরিশোধের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অভিযোগকারী এবং অন্যান্য পি ডবলু যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারা নং ৩ নং অভিযুক্তের যথাযথ স্বীকৃতির কাগজ সহ আসল মীমাংসা পত্রটি উপস্থাপন করায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সাথে আসামিরা অভিযোগকারীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে চাপ দেয়। খালি কাগজ এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে তার স্বাক্ষর। অভিযোগকারী নথিপত্রে তার স্বাক্ষর রাখতে অস্বীকার করায় অভিযুক্ত নং ৩, ৪ এবং একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি অভিযোগটিকে লাঞ্ছিত করে

vi

লাথি মেরে তারা অভিযোগকারীকে এই বলে হুমকি দেয় যে যদি অভিযোগকারী তাদের উৎপাদিত ফাঁকা নথিতে তার স্বাক্ষর না দেয় তবে তাদের ভাড়াটে অসামাজিকদের দ্বারা তাকে হত্যা করা হবে। অভিযোগ এবং অন্যান্য পিডব্লিউরা হৈচৈ করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ভাড়াটে অসামাজিকদের দ্বারা তাকে খুন করা হবে বলে অভিযোগকারী আশঙ্কা করছেন।

যে অভিযোগকারী ০১.০৪.২০১২ তারিখে কসবা পুলিশ স্টেশনে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন৷ কিন্তু অভিযোগকারীকে আশ্বস্ত করলেও, কসবা পি.এস অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি তাই এই অভিযোগ দায়ের করতে বিলম্ব হচ্ছে। ”

২৩. বিপরীত পক্ষের অনুমোদিত প্রতিনিধি নং ২ সি আর পি সি এর ধারা ২০০ এর অধীনে তার পরীক্ষায় নিম্নরূপ বিবৃত:

“আমি অরুণেন্দু সরকারের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে রাজীব রতন, অমিত জৈন, সঞ্জীব পল, এস রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে এই মামলাটি দায়ের করেছি। ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০.০৩.১২ তারিখে ১৮৩ রাজডাঙ্গা মেইন রোডে। অভিযোগকারী ১৪৫৩৬৫১ টাকা ঋণ পান /- ইন্ডিয়াবুলস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড সার্ভিস লিমিটেড থেকে তিনি ১১টি কিস্তির মাধ্যমে ৬.০৪,৮৩৫/- টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং সেই অনুযায়ী টাকা ৩,০০,০০০/- টাকা পরিশোধের শর্তে মীমাংসা করার প্রস্তাব করেন ৩০.০৩.১২ তারিখে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের সাথে ১০,০০০,০০/- টাকা দাবি করে অভিযোগকারীকে চাপা দিয়ে খালি নথিতে লাঞ্ছিত করে অভিযোগ দায়ের করায় অভিযোগকারী বাদী হয়ে মামলা করেন।

”

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা নিম্নরূপ বলে: -

"স্বেচ্ছায় আঘাত করার জন্য শাস্তি – ৩৩৪ ধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষেত্রে ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আঘাত করে, সে

২৩

বর্ণনার যেকোন একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। "

২৫। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৮ ধারা নিম্নরূপ বলে: -

গৃহ-অনুগ্রহের জন্য শাস্তি।– যে কেউ গৃহ-অধ্যুষিত করে তাকে যেকোন বর্ণনার যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা এক বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। "

২৬। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮ ধারা নিম্নরূপ বলে: -

-"অপরাধমূলক কর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন অপরাধের জন্য দোষী হতে পারে যেখানে একাধিক ব্যক্তি অপরাধমূলক কাজ করার সাথে জড়িত বা জড়িত থাকে, তারা সেই আইনের মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের জন্য দোষী হতে পারে৷

চিত্রণ

একটি গুরুতর প্ররোচনার এমন পরিস্থিতিতে জেডকে আক্রমণ করে যে জেডকে তার হত্যা হত্যার পরিমাণ নয় শুধুমাত্র অপরাধমূলক হত্যাকাণ্ড হবে। বি, জেট এর প্রতি অসন্তুষ্টি থাকা এবং তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করা এবং প্ররোচনার শিকার না হওয়া, এ কে জেট হত্যা করতে সহায়তা করে। এখানে, যদিও এ এবং বি উভয়ই জেট এর মৃত্যু ঘটাতে জড়িত, বি খুনের জন্য দোষী, এবং এ শুধুমাত্র অপরাধমূলক হত্যার জন্য দোষী।

২৭। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারা নিম্নরূপ বলে: -

"ফৌজদারী ভীতি প্রদর্শনের জন্য শাস্তি। যে ব্যক্তি অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শনের অপরাধ করে তাকে যেকোন বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে;

যদি হুমকি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত, ইত্যাদির কারণ হয় এবং যদি হুমকি মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত, বা আগুন দ্বারা কোনো সম্পত্তি ধ্বংস করার জন্য, বা মৃত্যুদণ্ড বা ১ [যাবজ্জীবন কারাদন্ড] , অথবা সাত বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এমন মেয়াদের কারাদণ্ড, অথবা কোনো নারীর প্রতি অশ্লীলতার অভিযোগে,

একটি মেয়াদের জন্য যে কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার মেয়াদ সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে, বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে। "

২৮। পরমজিৎ বাত্রার বনাম . উত্তরাখণ্ড রাজ্য[1], ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত: -

" ১২। কোডের ধারা ৪৮২ এর অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় হাইকোর্টকে সতর্ক থাকতে হবে। এই ক্ষমতাটি সংক্ষিপ্তভাবে এবং শুধুমাত্র কোন আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের শেষ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে। একটি অভিযোগ একটি ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে বা না তা নির্ভর করে অপরাধমূলক অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত রয়েছে কিনা তা বিচার করতে হবে যে অভিযোগের একটি ফৌজদারি লেনদেনও থাকতে পারে৷ হাইকোর্টকে অবশ্যই দেখতে হবে যে একটি বিরোধ যা মূলত একটি দেওয়ানী প্রকৃতির হয় তাকে ফৌজদারি অপরাধের পোশাক দেওয়া হয় কি না, যদি একটি দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া যায় এবং বাস্তবে, এই ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, হাইকোর্ট গৃহীত হয়। আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধে আদালতের ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

১৩। আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, এখানে বিরোধ মূলত হোটেল ব্যবসার লাভ এবং এর মালিকানা নিয়ে। মুলতুবি দেওয়ানী মামলা সেই সমস্ত বিষয়ের যত্ন নেবে। আপীলকারীর দ্বারা জাল এবং আটক নথি ব্যবহার করার অভিযোগটিও উক্ত মামলায় মোকাবেলা করা যেতে পারে। আপিলকারীর বিরুদ্ধে উত্তরদাতা ২-এর অনুরূপ অভিযোগ দায়েরের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বর্তমান অভিযোগ দায়ের করেছেন। ৪০৬ আইপিসি ধারার অধীনে অপরাধের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে উত্তরদাতা ২ এর দায়ের করা আরেকটি মামলায় আপীলকারীকে খালাস দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নে থাকা দোকানের দখলও আপীলকারী উত্তরদাতা ২-এর কাছে হস্তান্তর করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে, আমাদের মতে, বিচারাধীন ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে। অন্যথায় হাইকোর্টের রায়ে ভুল ছিল। "

[1] (২০১৩) ১১ এস সি সি ৬৭৩

২৯। যশবন্ত সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং আরেকটি[2], মাননীয় সুপ্রিম আদালত নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়:

" ১৭। গিয়ান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য ৫-এ এই আদালতের একটি তিন-বিচারক বেঞ্চ আবার ৪৮২ সিআরপিসি আরএম লোধা , জে. , (তিনি তখন ছিলেন) বেঞ্চের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে, রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৬১-এ স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ফৌজদারি মামলাগুলি অত্যধিক এবং প্রধানত দেওয়ানী স্বাদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্য থেকে উদ্ভূত অপরাধগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে আলাদা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। , দেওয়ানী, অংশীদারিত্ব বা এই ধরনের লেনদেন বা যৌতুক সংক্রান্ত বিবাহের ফলে উদ্ভূত অপরাধ, ইত্যাদি বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলটি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের সম্পূর্ণ বিরোধের মীমাংসা করেছে অনুচ্ছেদ ৬১ থেকে নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়:

" ৬১. উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে অবস্থানটি উদ্ভূত হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে এভাবে একটি ফৌজদারি কার্যধারা বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ক্ষমতা তার অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য ফৌজদারি আদালতকে দেওয়া ক্ষমতা থেকে স্বতন্ত্র এবং আলাদা। কোডের ধারা ৩২০ এর অধীন অপরাধগুলি কোন বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা ছাড়াই ব্যাপক পরিপূর্ণতার অধিকারী তবে এটিকে এই জাতীয় ক্ষমতায় প্রণীত নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে যেমন: (i) ন্যায়বিচারের প্রান্তগুলি সুরক্ষিত করার জন্য, বা (এ) কোন আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার ক্ষমতা বা অভিযোগ বা এফআইআর প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে অপরাধী এবং ভিকটিম তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছেন তা প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোন বিভাগ তা করতে পারবে না। তবে, এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের আগে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি ও মাধ্যাকর্ষণ বিবেচনা করতে হবে।

২২০২১ এস সি সি অনলাইন এস সি ১০০৭

মানসিক বিপর্যয়ের জঘন্য এবং গুরুতর অপরাধ বা হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধগুলি উপযুক্তভাবে বাতিল করা যায় না যদিও ভিকটিম বা ভিকটিম এর পরিবার এবং অপরাধী বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলেছে। এই ধরনের অপরাধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের মতো বিশেষ সংবিধির অধীন অপরাধ বা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে কোনো আপস; এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। কিন্তু অত্যধিক এবং প্রধানত দেওয়ানি স্বাদের ফৌজদারি মামলাগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে আলাদা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্য, দেওয়ানি, অংশীদারিত্ব বা এই ধরনের লেনদেন বা যৌতুক সংক্রান্ত বিবাহের ফলে উদ্ভূত অপরাধগুলি থেকে উদ্ভূত অপরাধগুলি, ইত্যাদি বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে ভুলটি মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের সম্পূর্ণ বিরোধের সমাধান করেছে। এই শ্রেণীর মামলায়, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি তার দৃষ্টিতে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে সমঝোতার কারণে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে বড় করে তুলবে। ভুক্তভোগীর সাথে পূর্ণ ও সম্পূর্ণ মীমাংসা এবং আপস করেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করায় তার প্রতি নিপীড়ন ও কুসংস্কার এবং চরম অবিচার হবে। অন্য কথায়, হাইকোর্টকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যধারা চালিয়ে যাওয়া অন্যায্য বা ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে কিনা বা ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা ভুক্তভোগী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে মীমাংসা এবং সমঝোতা সত্ত্বেও আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের সমতুল্য। অন্যায়কারী এবং ন্যায়বিচারের শেষ নিশ্চিত করতে হবে কিনা, ফৌজদারি মামলাটি শেষ করা উপযুক্ত এবং উপরের প্রশ্নের উত্তর যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে হাইকোর্ট তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে অপরাধমূলক কার্যক্রম। "

১৮। পার্বতভাই আহির ওরফে পার্বতভাই ভীমসিংহভাই কারমুর বনাম এই আদালতের তিন বিচারক বেঞ্চ রাজ্য গুজরাট ধারা ৪৮২ সি আর পি সি এর অধীনে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিস্তৃত নীতি নির্ধারণ করেছে। ডাঃ ডি.ওয়াই. চন্দ্রচূদ, বিচারপতি, বেঞ্চের পক্ষে কথা বলে, অনুচ্ছেদ ১৬ এবং উপ অনুচ্ছেদে নীতিগুলি গণনা করেছেন। একই নীচে পুনরুত্পাদন করা হয়:

" ১৬। বিষয়ের নজির থেকে উদ্ভূত বিস্তৃত নীতিগুলি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলিতে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে:

১৬.১। ধারা ৪৮২ কোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের সমাপ্তি সুরক্ষিত করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। বিধান নতুন ক্ষমতা প্রদান করে না। এটি শুধুমাত্র উচ্চ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলিকে স্বীকৃতি দেয় এবং সংরক্ষণ করে।

১৬.২। হাইকোর্টের প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বা ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য উচ্চ আদালতের এখতিয়ারের আহ্বান এই ভিত্তিতে যে অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে একটি মীমাংসা হয়ে গেছে, একটি জটিলতার উদ্দেশ্যে এখতিয়ারের আহ্বানের মতো নয়। অপরাধ অপরাধ সংঘটিত করার সময়, আদালতের ক্ষমতা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ধারা ৩২০ এর বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ৪৮২ ধারার অধীনে বাতিল করার ক্ষমতা আকৃষ্ট হয় এমনকি যদি অপরাধটি অ-সংযোগযোগ্য হয়।

১৬.৩। ধারা ৪৮২ এর অধীনে একটি ফৌজদারি কার্যধারা বা অভিযোগ তার এখতিয়ার প্রয়োগে বাতিল করা উচিত কিনা তা নিয়ে মতামত গঠনের ক্ষেত্রে, বিচারের শেষগুলি অন্তর্নিহিত ক্ষমতার প্রয়োগকে ন্যায্যতা দেবে কিনা তা অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে।

১৬.৪। যদিও হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার ব্যাপক পরিধি এবং পূর্ণতা রয়েছে এটিকে ব্যবহার করতে হবে (ও) ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বা) কোন আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে।

১৬.৫ একটি অভিযোগ বা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করা উচিত কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই ভিত্তিতে যে অপরাধী এবং ভিকটিম বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে, চূড়ান্তভাবে প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর আবর্তিত হয় এবং নীতিগুলির সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণ প্রণয়ন করা যায় না।

১৬.৬। ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এমন একটি আবেদন মোকাবেলা করার সময়, হাইকোর্টকে অবশ্যই অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে। জঘন্য ও গুরুতর অপরাধ যার মধ্যে মানসিক অবক্ষয় বা অপরাধ যেমন খুন, ধর্ষণ এবং ডাকাতি যথাযতভাবে বাতিল করা যায় না যদিও ভিকটিম বা ভিকটিমের পরিবার বিরোধ নিষ্পত্তি করে ফেলেছে। এই ধরনের অপরাধ, সত্যিকার অর্থে, ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় কিন্তু সমাজের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই ধরনের ক্ষেত্রে বিচার চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে জনস্বার্থের ওভাররাইডিং উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৬.৭। গুরুতর অপরাধ থেকে আলাদা, এমন ফৌজদারি মামলা হতে পারে যেগুলোতে দেওয়ানি বিরোধের অপ্রতিরোধ্য বা প্রধান উপাদান রয়েছে। প্রত্যাহার করার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলনের ক্ষেত্রে তারা একটি স্বতন্ত্র পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৬.৮। বাণিজ্যিক, আর্থিক, বাণিজ্য, অংশীদারিত্ব বা একটি অপরিহার্য নাগরিক স্বাদের অনুরূপ লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধের সাথে জড়িত ফৌজদারি মামলাগুলি উপযুক্ত পরিস্থিতিতে যেখানে পক্ষগুলি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে তা বাতিলের জন্য পড়তে পারে৷

১৬.৯ এই ধরনের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করতে পারে যদি বিবাদকারীদের মধ্যে সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী হয় এবং একটি ফৌজদারি কার্যধারা অব্যাহত রাখা নিপীড়ন ও কুসংস্কারের কারণ হয়; এবং

১৬.১০। প্রস্তাবনা ১৬.৮ এবং ১৬.৯-এ বর্ণিত নীতির এখনও একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। উপরে রাষ্ট্রের আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে জড়িত অর্থনৈতিক অপরাধের প্রভাব রয়েছে যা ব্যক্তিগত বিবাদকারীদের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রের বাইরে থাকে। যেখানে অপরাধী আর্থিক বা অর্থনৈতিক প্রতারণা বা অপকর্মের মতো কোনো কার্যকলাপের সাথে জড়িত সেখানে তাকে বাতিল করতে অস্বীকার করা হাইকোর্টের ন্যায়সঙ্গত হবে৷ আর্থিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর অভিযোগ করা আইনের পরিণতিগুলি ভারসাম্যের মধ্যে পড়বে। "

১৯। নিষ্পত্তিকৃত আইনি নীতির উপরোক্ত আলোচনা থেকে, বর্তমান মামলার তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে আদালতের প্রক্রিয়ার একটি সুস্পষ্ট অপব্যবহার হয়েছে এবং আরও যে আদালতের দায়িত্ব ছিল ন্যায়বিচারের শেষগুলি সুরক্ষিত করা। আমরা নিম্নলিখিত কারণে এটি বলি:

ক) এফআইআর-এ উত্থাপিত অভিযোগগুলি একটি অত্যধিক এবং প্রধানত একটি নাগরিক স্বাদ ছিল কারণ অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে তিনি তার ছেলের বিদেশে চাকরি পাওয়ার জন্য প্রধান অভিযুক্ত গুরমিত সিংকে অর্থ প্রদান করেছিলেন। গুরমিত সিং ব্যর্থ হলে অভিযোগকারী প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার জন্য প্রদত্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করতে পারতেন।

খ) প্রাথমিকভাবে, তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং অর্থনৈতিক শাখার দুই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দেখেছেন যে অভিযোগের কোনো সারমর্ম নেই এমনকি একটি প্রাথমিক বিচারযোগ্য মামলাও করা হয়েছে এবং তাই বন্ধের সুপারিশ করা হয়েছে। তবে সিনিয়র পুলিশ সুপারের নির্দেশে এফআইআর নথিভুক্ত করা হয় এবং বিষয়টি তদন্ত করা হয়। বিশ্বাসের কোনো অপরাধমূলক লঙ্ঘন পাওয়া যায়নি এবং শুধুমাত্র গুরমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে ৪২০ আইপিসি ধারার অধীনে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছিল।

গ) অভিযোগকারী নাসিব সিং স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে তিনি টাকা দিয়েছেন। গুরমিত সিংকে নগদ ৪ লক্ষ টাকা এবং একটি চেকও দিয়েছেন। গুরমিত সিংয়ের পক্ষে ২ লাখ টাকা যা তিনি নগদ করেছিলেন।

ঘ) বিচার চলাকালীন বর্তমান আপীলকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত গুরপ্রীত সিংকে এপ্রিল ২০১৪-এ ৩১৯ সিআরপিসি এর ক্ষমতাবলে তলব করা হয়েছিল, ৪২০ আইপিসি ধারার অধীনে বিচারের জন্য উল্লেখ্য যে, এই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতারণার কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই কারণ তারা দুজনই ইতালিতে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন।

ঙ) অভিযোগকারী নাসিব সিং প্রধান অভিযুক্ত গুরমিত সিংয়ের সাথে একটি আপস করেছিলেন যা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দায়ের করা হয়েছিল এবং তারিখের আদেশের মাধ্যমে এটি গ্রহণ করা হয়েছিল

২৬.০৯.২০১৪ এবং কথিত অপরাধের আর্থিক লেনদেন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুরমিত সিংয়ের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়।

চ) ২০১৪ সাল থেকে, বর্তমান আপীলকারী এবং অন্যান্য সহ-অভিযুক্ত গুরপ্রীত সিং যারা ইতালিতে ছিলেন তাদের আদালতের দ্বারা তলব করা হচ্ছে। আপিলকারীকে ঘোষিত অপরাধী ঘোষণা করা হয়। আপিলকারী তাকে ঘোষিত অপরাধী ঘোষণার আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন এবং ৪৮২ সিআরপিসি কার্যধারা বাতিলের আবেদন যেখানে তিনি ২৬.০৯.২০১৪ এর কম্পাউন্ডিং আদেশও দাখিল করেন।

ছ) হাইকোর্ট শুধুমাত্র এফআইআরটি পর্যবেক্ষণ করেছে এবং এফআইআর-এ আপিলকারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লেখ করে, ৪৮২ সিআরপিসি ধারার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অস্বীকার করেছে।

২০। আমাদের বিবেচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে, হাইকোর্ট প্রথমত রেকর্ডে থাকা সমস্ত উপাদান বিবেচনা না করে এবং পরবর্তীতে এই সত্যটিকে উপলব্ধি না করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে যে বিবাদটি, যদি থাকে, নাগরিক প্রকৃতির ছিল এবং অভিযোগকারী ইতিমধ্যেই মূলের সাথে তার স্কোর নিষ্পত্তি করেছেন। অভিযুক্ত গুরমিত সিং যার বিরুদ্ধে ২৬.০৯.২০১৪ পর্যন্ত মামলাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে, আপীলকারীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

" ৩০। শিক্ষিত বিচার আদালত সিআরপিসি এর ধারা ২০২-এ গণনা করা পদ্ধতি অনুসরণ না করে প্রক্রিয়া জারি করেছে যা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হয়রানি এবং মিথ্যা অভিযোগের সম্ভাবনা বাতিল করার জন্য আইনের আদেশ এবং একটি গুরুতর ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে সেই অনুযায়ী

৩১। অভিযোগের বিষয়বস্তু এবং সিআরপিসি এর ধারা ২০০ এর অধীনে পরীক্ষায় অভিযোগকারীর বিবৃতির যৌথ বিবেচনা। নিঃসন্দেহে বর্তমান পিটিশনকারীদের জড়িত করার জন্য সংঘটিত কথিত ঘটনাগুলির অসম্ভাব্যতা নিবন্ধন করে এবং এটিই সত্যকে ছাপানোর একটি পদ্ধতি যা বকেয়া পরিশোধের দায় এড়ানোর জন্য আবেদনকারীদের হুমকি এবং ফৌজদারি মামলায় আত্মহত্যার জন্য চাপ দেয়।

৩২। স্বীকার্য যে অভিযোগকারী / বিপরীত পক্ষ নং ২ ইএমআই (সমমান মাসিক কিস্তি) পরিশোধে এবং তার নিজের ঠেকাতে খেলাপি ছিল ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অভিযোগের মামলা দায়ের করেন। প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়ার ফলে প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে আইন এর ।

৩৩। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৪৪৮/৩৮৪/৫০৬ (ii) / ৩৪ এর অধীনে ২০১২ সালের মামলা নং এ সি - ১০৪৬-এর অপ্রকাশিত কার্যধারা, ২য় জুডিশিয়ালের আদালতে বিচারাধীন ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর এবং ০৩.০৯.২০১২ তারিখের আদেশ ২০১২ সালের কেস নং এসি - ১০৪৬-এ বিজ্ঞ দ্বিতীয় বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর দ্বারা পাস করা হয়েছে যেখানে ৩২৩/৪৪৮/৩৮৪/৫০৬ (ii) / ৩৪ ধারার অধীনে প্রক্রিয়া জারি করা হয়েছিল কোড বাতিল করা হয়েছে।

৩৪। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, ২০১২ সালের সিআরআর ৪০৮৩ হচ্ছে তাত্ক্ষণিক ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুমোদিত।

৩৫। সেই অনুযায়ী, ২০১২ সালের সিআরআর ৪০৮৩ এর সাথে ২০২৩ সালের ক্রান ১৪ এবং ২০২৩ সালের ক্রান ১৫ এর সাথে স্ট্যান্ড নিষ্পত্তি।

৩৬। খরচ হিসাবে কোন আদেশ নেই।

৩৭। এই রায়ের একটি অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের রেকর্ডগুলি একবারে পাঠানো হবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে।

৩৮। এই আদেশের ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্মতির উপর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে।

(বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।